দৈনিক বাংলা

তারিখ 1 3 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 3 ...

031

ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই

বাংলাঃ ট্যাবলেটের বড়ি সাবানের সোপকেস

।। দিলীপ দেবনাথ ।।

মাথা ধরলে দুটো প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের বড়ি খেয়ে নিন। বাড়ি ফেরার পথে সাবানের সোপকেস কিনে এনো। এ ধরনের বাক্য শুনলে আপনি হেসে উঠবেন জানি।

কিন্তু টেকস্ট বুক বোর্ড যখন আপনার ছেলেমেয়েকে শেখাবে 'রৌদ্রদীপ্ত উজ্জ্বল দিন', 'কচি কিশলয়' বা 'কিশোরী মেয়ে', তখন কি করবেন ? বোর্ড আসলেই শিক্ষার্থীদের এ ধরনের শব্দবন্ধ শেখাচ্ছে।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে সপ্তম শ্রেণীর বাংলা বই শতদল-এর রূপসী বাংলাদেশ প্রবন্ধটি পড়ে দেখুন। এ প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদের দু-তিনটি লাইনঃ এমন রৌদ্রদীপ্ত উজ্জ্বল দিন আর জ্যোৎস্নালোকিত স্নিগ্ধ রাত্রি আর কোথায় পাব ? এমন দিগন্তজোড়া শ্যামল শোভা আর ছায়া ঘন বনরাজির তুলনা কোথায়? ....কোথায় দৃষ্টি পড়ে কাজল-কালো বিল আর দীঘির জলে ফুটে থাকা অযুত শাপলার সৌন্দর্য অথবা বাতাসে দোল খাওয়া সরষে ফুলের ফুলকি-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 1 3 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 3 ...

সাবানের সোপকেস

(প্রথম পৃঃ পর)

মালা ?

অনুচ্ছেদটিতে রৌদ্রদীপ্ত দিন অথবা রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, এমন দিগন্তজোড়া শ্যামল শোভার বদলে দিগন্তজোড়া এমন শ্যামল শোভা ব্যবহার কি আরো সঙ্গত হতো না ? 'সরষে ফুলের ফুলকিমালা' ব্যবহারেও তো একমাত্র অনুপ্রাসের লোভ ছাড়া আর কোন কারণ দেখি না।

এই প্রবন্ধেরই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের তিনটি লাইনই শুরু হয়েছে 'প্রকৃতি' শব্দ দিয়ে। এটা কি এতেই জরুরী ছিল ?

এছাড়াও এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত বাক্যঃ 'কালবৈশাখী ঝড় ওঠে।' 'সবলবাহু মাঝি হাল দিয়ে বুঝি মেঘের লাগাম ধরে রাখে।' সারা বেলা আকাশে বারিহারা মেঘের ছুটোছুটি।' এসব বাক্য রচনা-শৈলীর দুর্বলতাকেই প্রকটতর করে তোলে।

এই বইয়েরই 'রক্তরঙে রঞ্জিত রুহুল আমিন' প্রবন্ধটির একটি অনুচ্ছেদ শুরু হয়েছে এমনভাবেঃ 'ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত এবং প্রবলতর হয়। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় ৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যদের কবল থেকে যশোর সেনানিবাস মুক্ত হলো। ....১০ই ডিসেম্বর-এ রণতরী-সমূহ সকাল সাড়ে সাতটায় নির্ঝঞ্ঝাটে মঙ্গলা বন্দরে পৌঁছে।' এসব শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার কতটুকু সঠিক ?

ষষ্ঠশ্রেণীর বইয়ে ব্যবহৃত গদ্যের একটি নমুনাঃ তাদের দুটি স্পীড বোট এবং দুটি লঞ্চ তীব্র গতিতে অগ্রগামী ভূমিকা নিয়ে ধাবিত হচ্ছিল সমুখ পানে।' (দুরন্ত দুর্বার যোদ্ধাঃ পৃষ্ঠা ৯৮)।

অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে গদ্যের নমুনাঃ 'এর ফলে বিদ্যালয়ে গমনের ব্যাপারে সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।' (অন্ধকার থেকে আলোয়ঃ পৃষ্ঠা ১১২ থেকে)।

বইগুলো থেকে এ ধরনের বাক্য বা বাক্যাংশ অথবা শব্দ প্রয়োগের আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যারা এ ধরনের ভাষাশৈলী ব্যবহার করেন তাদের কেউ কেউ আবার নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা বইগুলোও সংকলন এবং সম্পাদনা করেছেন।

পাঠ্য বইয়ে গদ্যের শরীরে এমন জড়োয়া গয়না পরিয়ে দিলে ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ভার ও মেদহীন গদ্য রচনা কিভাবে শিখবে সেটাই অনেকের কাছে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রচয়িতা ও সংকলকদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতার কারণে পাঠ্যবইয়ে সংকলিত রচনার মানও রক্ষিত হয়নি। সপ্তম শ্রেণীতে 'আমাদের জলজ উদ্ভিদ' ও 'নিউইয়র্কে সাইক্লোন' প্রবন্ধ দুটি নিম্নমানের। এগুলো কেন সংকলিত হয়েছে তা বোঝা কঠিন। ষষ্ঠ শ্রেণীর 'যাদুকর বিজ্ঞানী' প্রবন্ধটিতে এডিসনের বিভিন্ন আবিষ্কারের সংখ্যা ও তার প্যাটেন্টের সংখ্যা উল্লেখ করলে রচনাটির মান বৃদ্ধি পেতো। মহামতি হেনরী ডুরান্ট প্রবন্ধটির শেষ অনুচ্ছেদ পরিমার্জিত হওয়া প্রয়োজন।

নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা বইগুলোর সংকলন ও সম্পাদনা করীরা যে কত দায়সারাভাবে ও অবহেলায় নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন তার প্রমাণ মিলবে নিচের অংশটুকু থেকেঃ 'পৃথিবীর [illegible] তম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ [illegible] ১৮৬১ সালের ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ......১৯৪১ সালের ২২শে শ্রাবণ ৮০ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন।' (পৃঃ ১২[illegible] সপ্তম শ্রেণীর শতদল)।

এতে আমাদের কি ধরে নিতে হবে তারা রবিঠাকুরের জন্ম-মৃত্যু তারিখ (বাংলা ও ইংরেজী সনে) সঠিকভাবে জানেন না ? নাকি শুধু ২৫শে বৈশাখ ও ২২শে শ্রাবণ নিয়েই তারা মেতে আছেন ?

ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা বইটির সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন ডঃ মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, শামসুল কবীর, শফিউল আলম। সপ্তম শ্রেণীর বইটির রচয়িতা ও সংকলনকারী ডঃ মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, শামসুল কবীর, শফিউল আলম, সুব্রত বড়ুয়া, প্রণব চৌধুরী। সম্পাদনা করেছেন খোদেজা খাতুন, মনজুর উদ্দীন আহমদ, ডঃ জাহাঙ্গীর তারেক। অষ্টম শ্রেণীর বইটির রচনায় (?) ডঃ মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, শামসুল কবীর, শফিউল আলম, সুব্রত বড়ুয়া। সম্পাদনায় রয়েছেন সৈয়দ হেসামউদ্দীন আহমেদ, ডঃ সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় ও ডঃ রফিকুল ইসলাম।

বইগুলোতে ব্যবহৃত ব্লক, [illegible] বাজে যে ছবির ক্যাপশন, দেখেও বোঝা যায় না আসলে বস্তুটি কি।